The Dhaka University Journal of Linguistics: Vol. 13, No. 25-26, Published by the Registrar, University of Dhaka, ISSN 2075-3098

বাংলাভাষায় প্রচলিত বিনম্রতাসূচক শব্দের প্রসঙ্গযুক্ত ব্যবহার

খন্দকার খায়রুন্নাহার*

Abstract : Politeness is one of the most important topics of Pragmatics. Maintaing interpersonal relationships is called politeness. It is present in every society. Many of us have been educated to behave politely since childhood. It plays a vital role in establishing and protecting good relationships among the members of the society. This is one kind of social skill. It's intention to mitigate certain face threatening acts towards others. There is a lot of polite words in Bangla language. These polite words also have contextual meaning rather than lexical meaning. In this article, application of such polite words in Bangla language which is determined by context has been discussed.

চাবি শব্দ (key-words): বিনম্রতা, বাককৃতি, অভিব্যক্তি, প্রসঙ্গযুক্ত শব্দ, সামাজিক রীতি

১. ভূমিকা

প্রয়োগার্থবিজ্ঞানের (Pragmatics) গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে প্রায় গত চার দশক ধরে বিনম্রতা (Politeness) আলোচিত হচ্ছে (Hicky.L & Stewart.M, 2004)। প্রাচীনকাল থেকেই মানবভাষা প্রকাশের তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বিনম্রতা (Politeness)। চীনা সমাজে দুই হাজারের অধিককাল আগে থেকে বিনম্রতা প্রচলিত (Leech, 2014)। পারস্পরিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি, অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়িয়ে চলা প্রভৃতি কারণে মানুষ সাধারণত বিনয়ী হয়। বিনম্রতা (Politeness) বাচনিক বা অবাচনিক হতে পারে। বাচনিক বিনম্রতা প্রকাশ পায় ভাষিক উপাদানের সাহায্যে। অবাচনিক বিনম্রতা এক ধরনের দর্শনযোগ্য আচরণ। সব ভাষিক সমাজে বিনম্রতা (Politeness) থাকলেও সমাজ, সংস্কৃতিভেদে এর প্রকাশ বৈচিত্র্যময়। প্রতিটি সমাজে বিনম্রতা প্রকাশের সুনির্দিষ্ট নিয়ম থাকে যা ঐ সমাজে বসবাসরত মানুষ মেনে চলেন। বিনম্র হওয়ার অর্থ মূলত একটি সমাজে গ্রহণযোগ্য ভাষিক-রীতিবদ্ধ আচরণে অন্তর্ভুক্ত হওয়া (Huang, 2004)। জাপানি সমাজ বিনম্রতার জন্য সুখ্যাত। সেখানে বক্তা শ্রোতাকে সম্মানিত করে নিজে বিনয়ী হন। সাধারণ কথোপকথন, যেমন-আবহাওয়া নিয়ে কথা বলার

* সহকারী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সময়েও বক্তা শ্রোতার সামাজিক মর্যাদা অনুসারে শ্রোতাকে সম্বোধন করেন। বাংলা ভাষিক সমাজেও বিনম্রতাসূচক অনেক শব্দ বা বাক্যের ব্যবহার প্রচলিত। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, বাংলা 'ভালোবাসা' শব্দের বিনম্রতাসূচক অনেক অর্থ রয়েছে; যেমন-স্নেহ, মমতা, অনুরাগ, আকর্ষণ, ভক্তি, বন্ধুত্ব, শ্রদ্ধা, কোমল হৃদয় ইত্যাদি। তবে বিনম্রতা প্রকাশে কিছু সমাজভাষিক স্থিতিমাপক (Parameter) রয়েছে; যেমন-বক্তার বয়স, শিক্ষা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থান প্রভৃতি (Kerbrat.C & Orecchioni, 2004)। বাংলা ভাষায় প্রচলিত বিনম্রতাসূচক শব্দের প্রসঙ্গযুক্ত ব্যবহার নিয়ে পূর্বে কোন কাজ পূর্বে হয় নাই। কিন্তু ভাষিক যোগাযোগে বিনম্রতাসূচক শব্দের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। উল্লিখিত বিষয় বিবেচনায় রেখে বাংলা ভাষায় প্রচলিত কিছু বিনম্রতাসূচক শব্দের প্রসঙ্গযুক্ত ব্যবহার এই প্রবন্ধে বিশ্লেষিত হয়েছে।

২. বিনম্রতার সংজ্ঞা

বিনম্রতা (Politeness) এর ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে Sifianou (1992:81) বলেছেন, "Polite is derived from the latin politus, past participle of 'polire' meaning 'to smooth'. Thus 'Polite' originally meants 'smoothed', 'polished' and subsequently 'refined', 'cultivated', ' well bred', and so on"। বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞানী বিনম্রতা (Politeness)-কে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, Hill et al (1986:349) এর মতে, "Politeness is one of the constraints on human interaction, whose purpose is to consider others feelings, establish levels of mutual comfort, and promotes rapport"।

Goffman (1967:12) এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "The positive social value a person effectively claims for himself by the line others assume he has taken during a particular contact; not a specific identity but successful presentation of any identity" ।

Leech (2014:13) বিনম্রতা (Politeness) সম্পর্কে বলেছেন, "Politeness, in this broad sense, is a form of communicative behaviour found very generally in human languages and among human cultures; indeed, it has been claimed as a universal phenomenon of human society" ।

Lakoff (1990:34) এর মতে, "A system of interpersonal relations designed to facilitate interaction by minimizing the potential for conflict and confrontation inherent in all human interchange" ।

উল্লিখিত সংজ্ঞাসমূহের আলোকে বলা যায়, বিনম্রতা (Politeness) মানব সমাজের সহজাত বৈশিষ্ট্য। সামাজিক প্রাণী হিসেবে মানুষ বিনম্রতার মাধ্যমে পারস্পরিক

সুসম্পর্ক বজায় রাখে। বিনম্র আচরণের মাধ্যমে পারস্পরিক মূল্যবোধের বিনিময় ঘটে। বিভিন্ন ধরনের বাককৃতি (Speech Act) যেমন-অনুরোধ জানানো, ধন্যবাদজ্ঞাপন, সমবেদনা প্রকাশ, ক্ষমাপ্রার্থনা, প্রশংসা করা, আমন্ত্রণ জানানো ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিনম্র আচরণ পরিলক্ষিত হয়। এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, বিনম্রতা (Politeness) দর্শনযোগ্য আচরণ। অন্তঃস্থিত অনুভূতি এ-ক্ষেত্রে বিবেচ্য নয় (Leech; 2014:4)। "আমাদের বাঙালি সমাজে বিনম্রতা (Politeness) প্রকাশিত হয় সাধারণত শ্রদ্ধাবোধ (Respectfulness), মিতচারিতা (Modesty), আচরণ (Attitude), পরিমার্জন (Refinement) প্রভৃতি গুণাবলির মাধ্যমে" (খায়রুন্নাহার, ২০১৫:১১৮)।

৩. বিনম্রতার তত্ত্বগত বিবেচনা

বাচনিক বিনম্রতা প্রকাশ পায় ভাষিক অর্থবহ উপাদান, যেমন- শব্দ বা বাক্যের মাধ্যমে। ভাষিক বিনম্রতা বিষয়ক তত্ত্ব সর্বপ্রথম প্রদান করেন Brown এবং Levinson ১৯৭৮ সালে। তাঁরা মনে করেন সমাজে বসবাসরত প্রতিটি মানুষের নিজস্ব অভিব্যক্তি (Face) রয়েছে। একে তাঁরা ব্যক্তির নিজস্ব সত্তা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বিনম্র আচরণে বক্তা ও শ্রোতা উভয়ের মধ্যেই অভিব্যক্তি (Face) ধরে রাখার এক ধরনের প্রবণতা থাকে। বক্তার কোন আচরণ যদি শ্রোতার অভিব্যক্তির পরিপন্থী হয়, সেক্ষেত্রে বক্তা বিনম্রতাকে ঢাল হিসেবে প্রয়োগ করেন। Brown এবং Levinson এর বিনম্রতার মডেলে (Model of Politeness) মূলশব্দ (Key Term) হিসেবে ব্যবহার করেছেন ইতিবাচক বিনম্রতা (Positive Politeness), নেতিবাচক বিনম্রতা (Negative Politeness) এবং অভিব্যক্তির হুমকি বা FTA (Face Threatening Act) (Brown and levinson, 1978)| অভিব্যক্তির হুমকি বা FTA হলো কাউকে সরাসরি আদেশ করা। যদি বিনম্রতাসূচক শব্দ ব্যবহার করে বক্তা শ্রোতাকে কিছু বলেন তাহলে FTA হ্রাস পায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, Brown এবং Levinson এর তত্ত্ব মতে, বিনম্রতার সাথে দুটি বিষয় জড়িত। একদিকে FTA হ্রাস করা অন্যদিকে অভিব্যক্তি (Face) বৃদ্ধি করা। নেতিবাচক বিনম্রতা (Negative Politeness) সাধারণত অসন্তোষজনক পরিস্থিতি প্রশমনের জন্য ব্যবহার করা হয়। যেমন-অনুরোধ, দুঃপ্রকাশ ইত্যাদি বিনম্রসূচক শব্দগুলি যদি বক্তা ব্যবহার করেন তাহলে শ্রোতার মনে কোন ক্ষোভ থাকলে তা প্রশমিত হয়ে যায়। ইতিবাচক বিনম্রতা ইতিবাচক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড যেমন-প্রশংসা, অভিনন্দন, আমন্ত্রণ ইত্যাদির সাথে সংশ্লিষ্ট। ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ ব্যবহারে শ্রোতা খুশি হন ,কিন্তু না করলেও অসন্তোষজনক কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় না। নেতিবাচক বিনম্রতায় বক্তার FTA হ্রাস পায়, ইতিবাচক বিনম্রতায় বক্তার অভিব্যক্তি (Face) বৃদ্ধি পায়। Brown এবং Levinson প্রদত্ত এ তত্ত্বটি 'বিশ্বজনীন' (Universal)।

৪. গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণাকর্মটিতে গুণগত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। বাংলাভাষিক সমাজে বিনম্রতা প্রকাশের জন্য কী ধরনের শব্দ ব্যবহার করা হয় তা অনুসন্ধানের জন্য এবং প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গুণগত পদ্ধতিই অধিক গ্রহণযোগ্য।

৫. উপাত্ত সংগ্রহ প্রক্রিয়া

এই গবেষণার জন্য বাংলা ভাষায় বহুল প্রচলিত ৬টি বিনম্রতাসূচক শব্দের তালিকা প্রস্তুত করে অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

৬. অংশগ্রহণকারী

উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে স্নাতক পর্যায়ের ২০ জন ছাত্র এবং ১০ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের নিকট থেকে। তাঁরা কোন কোন ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিনম্রসূচক শব্দ ব্যবহার করেন তা জানার চেষ্টা করা হয়েছে।

৭. উপাত্ত উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অধিক ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দগুলির নিম্নোক্ত ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়:

অনুগ্রহ

সারণি : ১ 'অনুগ্রহ' শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে অর্থগত বৈচিত্র্য

ব্যবহারের ক্ষেত্র	ব্যবহারকারী সংখ্যা
অনুরোধ করা	৩০
কিছু চাওয়া	২৫
মনোযোগ আকর্ষণ	২০
সামাজিক রীতি	২০
আবেদন করা	১৮
কিছু জানার জন্য	১৫

বিনম্রতাসূচক শব্দসমূহ ভাষিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। 'অনুগ্রহ' শব্দটির ব্যবহার লক্ষ করলে দেখা যায় অনুরোধ করার ক্ষেত্রে ৩০ জন , কিছু চাওয়ার জন্য ২৫ জন, মনোযোগ আকর্ষণ করতে ২০ জন, সামাজিক রীতি হিসেবে ২০ জন, আবেদন করতে ১৮ জন, কোন কিছু জানতে ১৫ জন এই বিনম্রতাসূচক শব্দটি ব্যবহার করে

থাকেন। বাক্যের উদাহরণে দেখা যায়- অনুগ্রহ করে আসবেন, অনুগ্রহ করে দেখবেন, অনুগ্রহ করে যদি শুনতেন, অনুগ্রহ করে এ বিষয়ে কিছু বলবেন, অনুগ্রহ করে আমার কাজটি যদি করে দিতেন - প্রতিটি ক্ষেত্রেই 'অনুগ্রহ' শব্দটির অর্থগত বৈচিত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে।

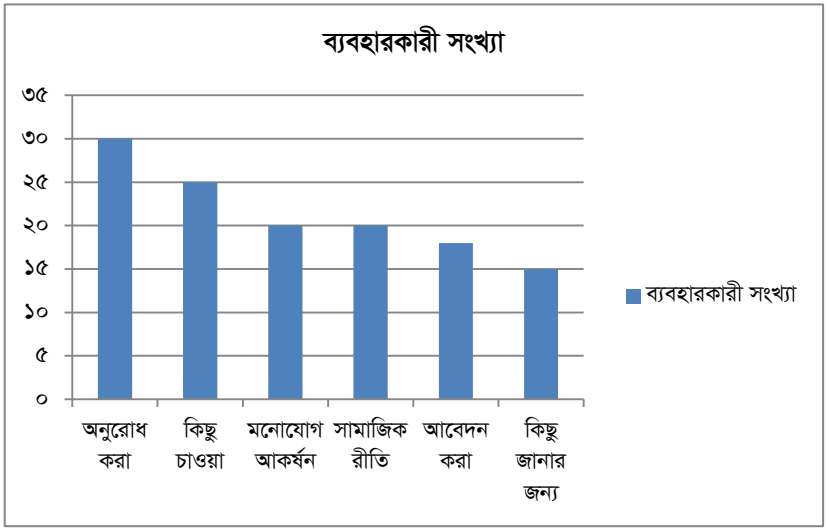

চিত্র : ১ 'অনুগ্রহ' শব্দের প্রয়োগগত বৈচিত্র্য

দয়া

সারণি : ২ 'দয়া' শব্দের প্রয়োগগত বৈচিত্র্য

ব্যবহারের ক্ষেত্র	ব্যবহারকারী সংখ্যা
সাহায্য প্রার্থনায়	২৮
উপকার অর্থে	২৫
অন্যের দুঃখ দূর করা	২২
অনুরোধ করা	২০
ভদ্রতা প্রকাশ	১৫

'দয়া' শব্দটির ব্যবহার লক্ষ করলে দেখা যায়, সাহায্য প্রার্থনায় ২৮ জন, উপকার অর্থে ২৫ জন, অন্যের দুঃখ দূর করা অর্থে ২২ জন, অনুরোধ করার ক্ষেত্রে ২০ জন এবং ভদ্রতা প্রকাশে ১৫ জন এই শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। যেমন-দয়া করে আমার

বিষয়টি বিবেচনা করবেন, দয়া করে আমাকে কিছু সাহায্য করবেন, করোনা মহামারির সময়ে সবার প্রতি দয়ার মনোভাব দেখানো উচিত। এখানে বাক্যের মধ্যেও 'দয়া' শব্দটির প্রয়োগগত বৈচিত্র্য দেখা যাচ্ছে।

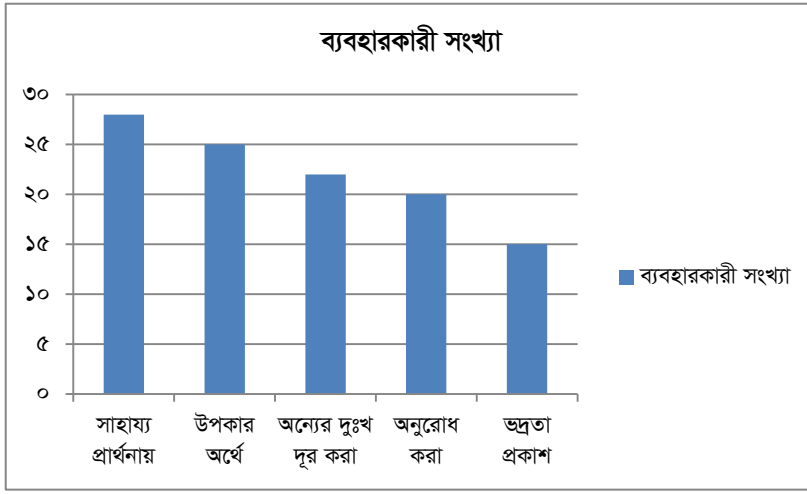

চিত্র : ২ 'দয়া' শব্দের প্রয়োগগত বৈচিত্র্য

দুঃখিত

সারণি : ৩ 'দুঃখিত' শব্দের ব্যবহারগত বৈচিত্র্য

ব্যবহারের ক্ষেত্র	ব্যবহারকারী সংখ্যা
ভুল স্বীকার / ক্ষমা প্রার্থনায়	২৮
অনুশোচনাবোধ	২৫
অপারগতা প্রকাশ	২২
সামাজিক রীতি	২০
বিনয় প্রকাশ	১৮

'দুঃখিত' শব্দটির ব্যবহারে দেখা যায় ভুল স্বীকার বা ক্ষমা প্রার্থনায় ২৮ জন, অনুশোচনাবোধ বা আত্মগ্লানিমোচনে ২৫ জন, অপারগতা প্রকাশে ২২ জন, সামাজিক রীতি হিসেবে ২০ জন এবং বিনয় প্রকাশে ১৮ জন ব্যবহার করেন। যেমন-আমি আমার কৃতকর্মের জন্য দুঃখিত। দুঃখিত, আমি আজ যেতে পারব না। তোমার খবরটি শুনে আমি সত্যিই দুঃখিত। 'দুঃখিত' শব্দেরও প্রয়োগগত বৈচিত্র্য লক্ষনীয়।

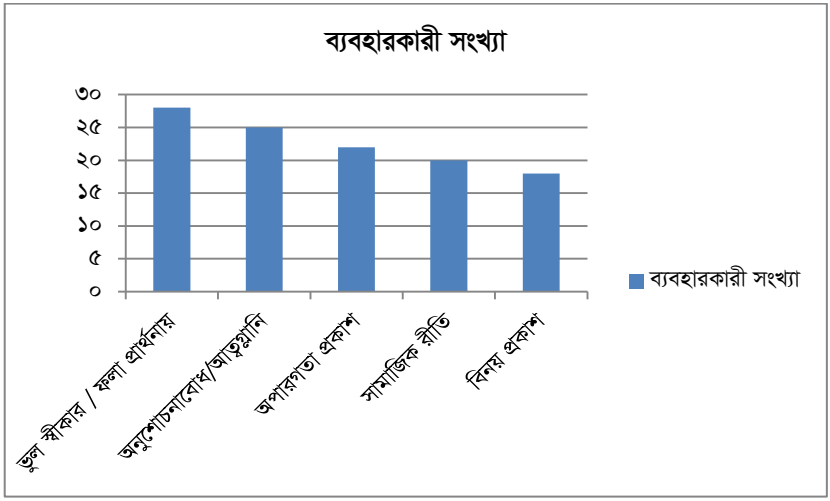

চিত্র : ৩ 'দুঃখিত' শব্দের ব্যবহারগত বৈচিত্র্য

কৃতজ্ঞ

সারণি : ৪ 'কৃতজ্ঞ' শব্দের প্রয়োগগত ভিন্নতা

ব্যবহারের ক্ষেত্র	ব্যবহারকারী সংখ্যা
উপকার স্বীকার	২৮
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ	২৫
ধন্যবাদ জ্ঞাপন	২২
ভদ্রতা প্রদর্শন	১৮
সামাজিক রীতি	১৫

বিনম্রতা সূচক শব্দ 'কৃতজ্ঞ' উপকার স্বীকার অর্থে ২৮ জন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ২৫ জন, ধন্যবাদ জ্ঞাপনে ২২ জন, ভদ্রতা প্রদর্শনে ১৮ জন এবং সামাজিক রীতি হিসেবে ১৫ জন ব্যবহার করেন। যেমন-আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নাই, আমি তোমার কাছে সত্যিই কৃতজ্ঞ, উপস্থিত সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। এখানে 'কৃতজ্ঞ' শব্দটির প্রয়োগগত ভিন্নতা রয়েছে।

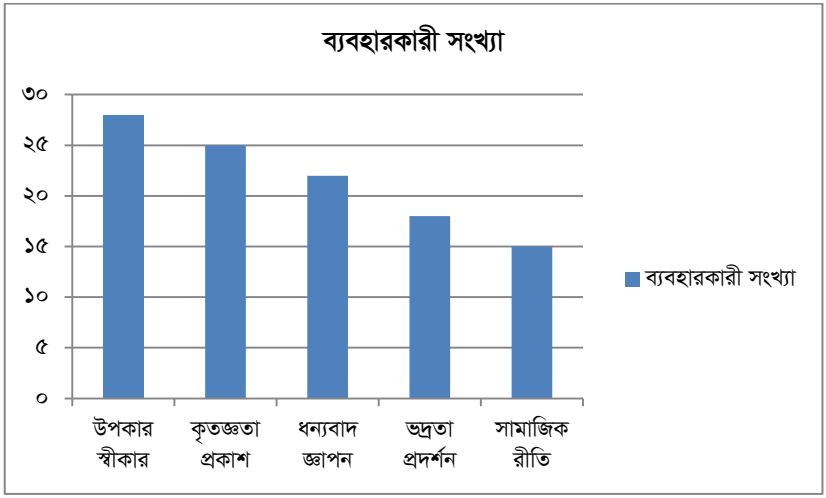

চিত্র : ৪ 'কৃতজ্ঞ' শব্দের প্রয়োগগত ভিন্নতা

ধন্যবাদ

সারণি : ৫ 'ধন্যবাদ' শব্দের ব্যবহারগত ভিন্নতা

ব্যবহারের ক্ষেত্র	ব্যবহারকারী সংখ্যা
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন	২৮
উপকারের স্বীকৃতি	২৬
সন্তুষ্টি প্রকাশ	২৫
সৌজন্যসূচক বিদায়	২২
সামাজিক রীতি	২০

'ধন্যবাদ' শব্দটি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে ২৮ জন, উপকারের স্বীকৃতি হিসেবে ২৬ জন, সন্তুষ্টি প্রকাশে ২৫ জন, সৌজন্যসূচক বিদায়ে ২২ জন ও সামাজিক রীতি হিসেবে ২০ জন ব্যবহার করেন। যেমন-আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ধন্যবাদ, আবার আসবেন। আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা আমার নাই। বাক্যিক ক্ষেত্রে 'ধন্যবাদ' শব্দটির প্রয়োগগত বৈচিত্র্য দেখা যাচ্ছে।

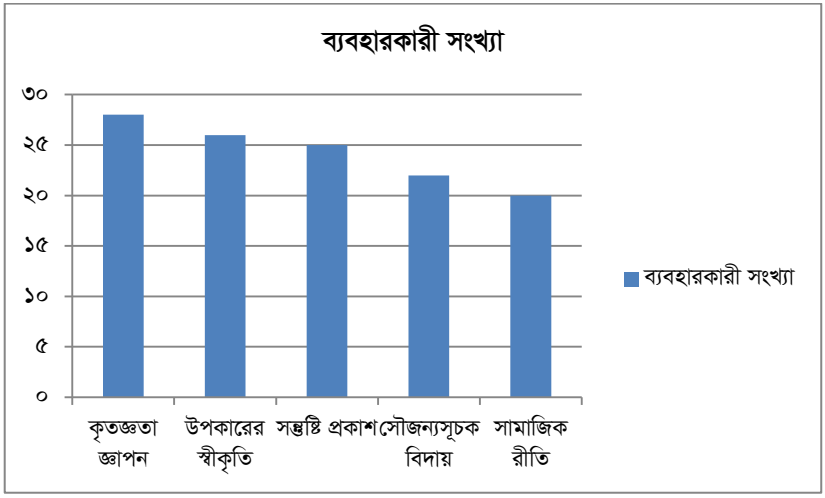

চিত্র : ৫ 'ধন্যবাদ' শব্দের ব্যবহারগত ভিন্নতা

অভিনন্দন

সারণি : ৬ 'অভিনন্দন' শব্দের প্রয়োগ বৈচিত্র্য

ব্যবহারের ক্ষেত্র	ব্যবহারকারী সংখ্যা
কারুর সাফল্যের স্বীকৃতি	৩০
সামাজিক রীতি	২৫
ভদ্রতা প্রদর্শন	২৫
কাউকে খুশি করা	১৫
উপহাস করা	০৯

'অভিনন্দন' শব্দটির ব্যবহার লক্ষ করলে দেখা যায় কারো যেকোন সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে ৩০ জন, সামাজিক রীতি হিসেবে ২৫ জন, ভদ্রতা প্রদর্শন হিসেবে ২৫ জন, কাউকে খুশি করতে ১৫ জন এবং উপহাস করে বা কেউ খারাপ কিছু করলে ০৯ জন অভিনন্দন শব্দটি ব্যবহার করেন।যেমন-অভিনন্দন তোমাকে। অভিনন্দন, জীবনের সব পরীক্ষায় সফল হও। বন্ধু হয়ে এমন কাজ করলে ,অভিনন্দন তোমাকে! 'অভিনন্দন' শব্দের ক্ষেত্রেও ব্যবহারগত ভিন্নতা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

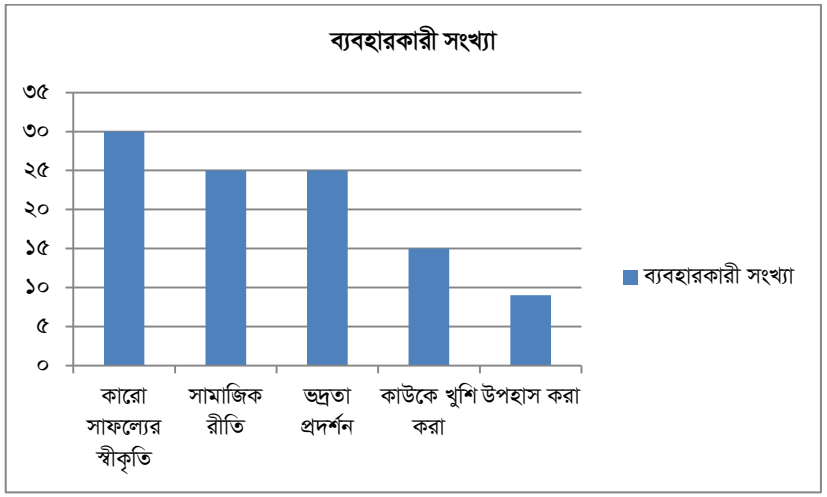

চিত্র : ৬ 'অভিনন্দন' শব্দের ব্যবহারগত বৈচিত্র্য

৮. ফল পর্যালোচনা

প্রয়োগার্থবিজ্ঞান মূলত ভাষার প্রায়োগিক বা প্রসঙ্গ অনুসারে অর্থ নিয়ে আলোচনা করে। বাংলাভাষায় প্রচলিত বিনম্রতাসূচক শব্দগুলির উপাত্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, শব্দগুলি আভিধানিক অর্থের বাইরে প্রায়োগিক বা প্রসঙ্গযুক্ত অর্থও প্রকাশ করছে। একই সাথে Brown এবং Levinson বিনম্রতার তত্ত্ব অনুসারে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক পরিস্থিতি অনুসারে শব্দ ব্যবহারেও বৈচিত্র্য দেখা যাচ্ছে। নেতিবাচক পরিস্থিতি পরিহার বা নেতিবাচক পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য বক্তা নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ ভাষায় প্রয়োগ করে থাকেন। যেমন-'অনুগ্রহ' শব্দটির আভিধানিক অর্থ দয়া, কৃপা বা মায়া হলেও এখানে শব্দটির প্রসঙ্গযুক্ত ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। বক্তা কোনো পরিস্থিতিতে শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করতে, কোন বিষয়ে অনুরোধ জানাতে, কিছু সম্পর্কে জানতে বা আবেদন জানাতে আবার কখনো বা সামাজিক রীতি বা সৌজন্যবোধ অর্থে 'অনুগ্রহ' শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। এসব পরিস্থিতিতে বক্তা 'অনুগ্রহ' শব্দটি ব্যবহার না করলে শ্রোতা অসন্তুষ্ট হতে পারেন। বক্তা নেতিবাচক পরিস্থিতি এড়িয়ে চলার জন্য 'অনুগ্রহ' বিনম্রতাসূচক শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এ কারণে 'অনুগ্রহ' শব্দটি বিনম্রতার তত্ত্ব অনুসারে নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ।

'দয়া' শব্দটির আভিধানিক অর্থ উদারতা, কৃপা, সহৃদয়তা, দাক্ষিণ্য ইত্যাদি হলেও প্রসঙ্গ অনুসারে কাউকে কিছু অনুরোধ করার ক্ষেত্রে, সাহায্য প্রার্থনায়, অন্যের দুঃখ দূর করা, বা অনেক সময় ভদ্রতা করেও 'দয়া' শব্দটি উক্তির মধ্যে বক্তা ব্যবহার করেন। কারণ উল্লেখিত পরিস্থিতিতে 'দয়া' শব্দটি ব্যবহার না করলে শ্রোতা হয়তো অসন্তুষ্ট

হতে পারেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, শ্রোতার মনস্তুষ্টির জন্য বক্তা 'দয়া' শব্দটি ব্যবহার করেন। এটি নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দের উদাহরণ। 'দুঃখিত' শব্দটি আভিধানিক অর্থ অনুসারে ক্ষমা প্রার্থনা বা অনুশোচনাবোধে ব্যবহৃত হয় কিন্তু প্রসঙ্গ অনুসারে ভুল স্বীকার বা অনুশোচনাবোধ ছাড়াও কোনো কাজে অপারগতা প্রকাশ করতে, অনেক সময় বিনয় প্রকাশে বা সামাজিক রীতি হিসেবেও ব্যবহারকারী 'দুঃখিত' শব্দটি ভাষায় প্রয়োগ করে থাকেন। নেতিবাচক পরিস্থিতি পরিহারের জন্য বক্তা এ শব্দটি ব্যবহার করেন, একারণে 'দুঃখিত' শব্দটি নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ। 'কৃতজ্ঞ' শব্দটি উপকার স্বীকার বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশেই শুধু ব্যবহৃত হয় না প্রসঙ্গ অনুসারে কাউকে ধন্যবাদ দেওয়া, ভদ্রতা প্রদর্শন বা সামাজিক রীতি হিসেবও ভাষা ব্যবহারকারী শব্দটি ভাষায় ব্যবহার করে থাকেন। 'কৃতজ্ঞ' শব্দটিও নেতিবাচক বিনম্রতা নির্দেশ করে। 'ধন্যবাদ' শব্দটি কৃতজ্ঞতা, উপকারের স্বীকৃতি বা সাধুবাদ অর্থে অভিধানে থাকলেও প্রসঙ্গ অনুসারে উপকারের স্বীকৃতি বা সন্তুষ্টি প্রকাশের মাধ্যমে শ্রোতার মনস্তুষ্টির জন্য বক্তা 'ধন্যবাদ' শব্দটি ব্যবহার করেন। সৌজন্যমূলক বিদায়ের সময় বা সামাজিক রীতি হিসেবেও বক্তা এটি ব্যবহার করে থাকেন। 'ধন্যবাদ' শব্দটিও নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ। 'অভিনন্দন' শব্দটি Brown এবং Levinson এর তত্ত্ব অনুসারে ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ। কারণ বিভিন্ন ইতিবাচক কর্মকাণ্ডে , যেমন-কোনো ভালো কাজের প্রশংসা করতে, কারো সাফল্যের স্বীকৃতি জানাতে, কাউকে খুশি করতে, সামাজিক শিষ্টতা হিসেবে বা কেউ কারো ক্ষতি করলেও অনেক সময় তাকে উপহাস করে 'অভিনন্দন' শব্দটি বক্তা বলে থাকেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রসঙ্গ অনুসারে প্রতিটি শব্দের ব্যবহার পরিবর্তিত হয়ে যায়। Brown এবং Levinson এর তত্ত্ব অনুসারে উল্লিখিত ছয়টি বিনম্রতাসূচক শব্দের মধ্যে একটি ইতিবাচক বিনম্রতা (Positive Politeness) নির্দেশ করছে, যেমন- অভিনন্দন। ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দের ব্যবহার পারস্পরিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি করে। পক্ষান্তরে, অনুগ্রহ, দয়া, দুঃখিত, কৃতজ্ঞ, ধন্যবাদ শব্দসমূহ নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ (Negative Politeness)। এই শব্দগুলির ব্যবহারের মাধ্যমে বক্তা-শ্রোতার মধ্যকার সংঘাতময় পরিস্থিতি এড়ানো সম্ভব হয়। দুঃখিত, কৃতজ্ঞ, ধন্যবাদ এই নেতিবাচক শব্দগুলি বক্তা অনেকটা ঋণ শোধ অর্থে শ্রোতাকে বলে থাকেন। কোন কারনে শ্রোতা বক্তার উপর বিরক্ত হলে নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে তা হ্রাস করা সম্ভব। এসব বিবেচনায় ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ অপেক্ষা নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ ভাষিক যোগাযোগে অধিক গুরুত্ব বহন করে। নেতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দ ব্যবহারে বক্তার অভিব্যক্তির হুমকি বা FTA হ্রাস পায় কারণ বক্তা সরাসরি না বলে পরোক্ষভাবে কাজটি করতে শ্রোতাকে অনুরোধ করেন পক্ষান্তরে ইতিবাচক বিনম্রতাসূচক শব্দের ব্যবহারে বক্তার গ্রহণযোগ্য অভিব্যক্তি (Face) শ্রোতার নিকট আরও বৃদ্ধি পায়। সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে বক্তার অভিব্যক্তির হুমকি বা FTA হ্রাস এবং গ্রহণযোগ্য অভিব্যক্তি (Face) বৃদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে ধরা হয়।

৯. উপসংহার

সামাজিক যোগাযোগের কৌশল হিসেবে বিনম্রতা অত্যন্ত গুরুত্বপর্ণ বিষয়। সংস্কৃতি অনুসারে বিনম্রতার প্রকাশ ভিন্ন হলেও মানব সমাজে বহু আগে থেকেই এই সদগুণাবলির চর্চা প্রচলিত। তাহলে দেখা যাচ্ছে বিনম্রতা শুধুমাত্র ভাষার সাথেই সংশ্লিষ্ট নয়, সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিবেশের ওপরও এটি নির্ভরশীল। সামাজিক জীব হিসেবে সমাজের সব সদস্যদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন ও রক্ষার ক্ষেত্রে এটি মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। অন্যান্য ভাষার মতো বাংলা ভাষার বিনম্রতাসূচক শব্দগুলোও পারস্পরিক সৌহাদ্য বৃদ্ধিতে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে।

তথ্যনির্দেশ

খায়রুন্নাহার, খন্দকার। (২০১৫)। অ্যাফেজিয়া রোগীর সংজ্ঞাপন প্রক্রিয়ায় প্রতিফলিত বিনম্রতার স্বরূপ। (সম্পা.) হাকিম আরিফ, *অ্যাফেজিয়া ও বাংলাভাষা : ভাষাতাত্ত্বিক সমীক্ষা*, পৃ. ১১৬-১২১, ঢাকা: বুকসফেয়ার।

Brown,P. and Levinson,S. (1987). *Politeness: Some Universals in language usage*. Cambridge: Cambridge University Press.

Goffman, Erving. (1967). On Face-work: An Analysis of Ritual Elements of Social Interaction: Psychiatry: *Journal for the study of Interpersonal processes* 18(3), 213-231.

Hill,et.al. (1986). Universals of linguistic politeness, Quantitative Evidence from Japanese and American English*, Journal of Pragmatics*, 347-371. North Holland.

Huang,Y. (2008). Politeness Principle in Cross-Culture Communication. *English Language Teaching*. Vol. I, No.1, 96-101.

Kerbrat,C & Orecchioni. (2004). Politeness in France: How To Buy Bread Politely. In Icky ,L & Stewart,M (eds). *Politeness in Europe*, 29-44, England: Cromwell Press Ltd.

Lakoff,R.T.(1990).*Talking power: The politics of language in our lives*. Glasgow: HarperCollins.

Leech, G. (2014). *The Pragmatics of Politeness*. New York: Oxford University Press.

Sifianou, M. (2000). *Politeness Phenomena in English and Greece: a cross-cultural perspective*. Oxford: Clarendon Press.